Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.06-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার ও রবীন্দ্র সংগীতের অভিসার: একটি পর্যালোচনা

ড. পার্থ সেনগুপ্ত
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In the song of Rabindranath we often listen the cry for a way. Rabindranath calls himself a pedestrian in his poem and songs. To him life is an endless journey. In the end of this journey we meet to and eternity. In Vaishnab Padavali we call it ABHISAR when Radha is going to meet Sri Krishna. If lord Krishna is the supreme God then ABHISAR signifies the journey of life itself. In the creation of Rabindranath we can see the similarity of this message with Vaishnav Padavali. From this two parts of literature we can see the various solutions for life in various way.

Keywords: In Vaishnab Padavali when Radha goes to meet Sri Krishna, We call it ABHISAR. In the creation of Rabindranath we can see the similarity of this message with Vaishnav Padavali. We can see various solutions for life in this two parts of literature.

অভিসার কথাটির উৎস গত অর্থ হলো অভিমুখে গমন। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে নায়িকা কাম আর্ত হয়ে প্রিয় কে নিজের কাছে যখন আনয়ন করেন অথবা নিজে প্রিয়-সন্নিকটে গমন করেন তখন তাকে অভিসারিকা বলা হয়। উজ্জ্বলনীল মণি গ্রন্থে বলা হয়েছে-

যা ভি সারয়তে কান্তং স্বয়ং বা ভি সরত্যপি
সা জ্যোৎস্নী তামসী যান যোগ্য বেশাভিসারিকা

নর নারীর পরস্পরের প্রতি পূর্বরাগে মনের কুঞ্জবনে যে প্রেমমল্লিকার ফুটন উন্মুখতা অনুভূত হয় অভিসারে সেই প্রেমই বাঞ্ছিতের হৃদয়বিহারী হয়ে ধন্য হতে চায়। খুব সহজভাবে বলা যায় প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকার যে গমন কিংবা নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রেমিকের যে গমন তারই নাম অভিসার। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যতে নায়িকার অভিসার কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি করে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার পর্যায় কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের কবিকল্পনার প্রসার লক্ষ্ করা যায়। প্রিয়ের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে নায়িকা যখন ঘন অন্ধকার রাত্রে গোপনে পথে বেরিয়ে পড়েন তখন সেই অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেবার জন্য নীল রঙের আচ্ছাদনে নিজেকে আবৃত করেন। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেন। আবার যখন বৃষ্টি নামে তখন বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে কর্দমাক্ত পথে তিনি এগিয়ে চলেন। পথের কাঁটা পায়ে বিদ্ধ হয়ে পদ্মফুলের মত চরণ দুটি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তবুও চলা থামেনা। আবার যখন কুঞ্জটিকার মধ্যে তাঁকে যাত্রা করতে হয় তখন তেমনি ধূসর বর্ণ ও বস্ত্র দিয়ে শরীর আবৃত করে নেন। এমনি করে নানা ধরনের অসামান্য অভিসারের বর্ণনা রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। আবার তারই সঙ্গে রয়েছে অভিসারের প্রস্তুতির বর্ণনা। সেখানে রাধা শিখে নেন কেমন করে

বিষাক্ত সর্পের মুখ বন্ধ করে নিতে হয়, কেমন করে দুর্গম রাত্রি অন্ধকারকে সঙ্গী করে পিচ্ছিল পথকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলতে হয়।

আসলে এই অভিসার আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মানুষের বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে যে অগ্রসরতা তারই কাব্যিক রূপ বিবৃত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিতায়। ঈশ্বর সাধনার পথকে বলা হয়েছে দুর্গম। সেই পথ ক্ষুরধার। অন্ধকার সে পথ দূরবর্তী। সেই পথ দুর্গম। আবার ইংরেজ সাধক বলেছেন, সে পথ ঋজু। সরলরৈখিক। অভিসার সুখের শয়নে শান্ত প্রাণে নিশ্চিত নিশি যাপন নয়। চরমের জন্য, পরমের জন্য নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে কৃচ্ছ্র সাধনের পথে এগিয়ে চলা। অনুভব করেছিলেন দুঃখের গান দহনে প্রেমের পথে এগিয়ে চলো সেই এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে মানবিক প্রেম আর ঐশ্বরিক প্রেমের মধ্যে কোন বাধা নেই কোন পার্থক্য নেই যে প্রেম দুঃখের পথ ধরে আসে সেই প্রেমে কোন প্রবঞ্চনা নেই সেই প্রেম আমাদের পৌঁছে দেয় মানুষ থেকে ঈশ্বরের কাছে। সে তখন ভালবাসার মানুষটির মধ্যে অনন্তকে খুঁজে পায়, অসীমকে খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তকে অনুভব করি। জীবনের মধ্যে এই অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালোবাসা। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভালোবাসারই জয়গান করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেছিলেন। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় এই অনন্তকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। তাই বারবার এক যাত্রার কথা সেখানে উঠে এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলী তে এই যাত্রার ই অপর নাম অভিসার।
কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে।

সে তো আজকে নয়
সে তো আজকে নয়
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়
জানিনা সে কাহারে চায়

তেমনি তোমার মিলন লাগি
আসছি আমি ধেয়ে
সে আজকে নয়।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসার পর্যায়ের এমন অসামান্য বেশ কিছু ছবি রয়েছে। তেমনি এক ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রি যখন বাজের আওয়াজ চারিদিকে ভরে গেছে। সেই আওয়াজে কান পাতা দায় তখন সুন্দরী রাধিকা একা চলেছেন কৃষ্ণ অভিসারে।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত
দশদিশ দামিনী বিথার
হেরইতে উচকই লোচন তার

কেন সুন্দরীর এই অভিসার যাত্রা। তার উত্তরে কবি বলেছেন,

সুন্দরী কইছে করবি অভিসার
হরিরহ মানস সুরধুনি পার

আমরা বুঝতে পারি শব্দসচেতন গোবিন্দ দাস শুধু ভৌগোলিক দূরত্বকে ব্যক্ত করার জন্য ই মানস শব্দ ব্যবহার করেননি। এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন এক গভীর জীবন সত্য কে। যিনি

আমাদের চিরপ্রিয় তার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে মানস সুরধুনির কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। পৌঁছতে হয় মনের ওপারে।

বৈষ্ণব কবিরা পূজা আর প্রেমকে বারে বারে মিশিয়ে দিয়েছেন। তার কাছে পূজা ই প্রেম আর প্রেমই পূজা। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা এরই পুনরাবৃত্তি যেন বারে বারে দেখতে পেয়েছি। একটি একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

'আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে'

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে অভিসারি কা বলে চিহ্নিত করতে চাইলেন। ঈশ্বর এখানে তাঁরই উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন যেন তিনি যেন রাধিকা আর ভক্ত যেন স্বয়ং ভগবান। আমাদের আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে নিজেকে কোন আশ্চর্য অবস্থানে দাঁড় করালেন কবি। প্রচলিত হিসাবে অভিসারের তাৎপর্য এখানে পাল্টে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম শুধু ঈশ্বরই পূর্ণ নন, তাঁর ও ভক্তকে দরকার আছে।শুধুমাত্র ভক্তেরই তাঁকে দরকার আছে এমনটা নয়। তিনিও আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরও আগ্রহ বড় কম নয়। তাই তিনিও কোথাও অভিসারিকা হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় এমনি করে অভিসার কে এক নতুন তাৎপর্যে ভূষিত করলেন। অভিসার তাঁর কাছে এক অন্তহীন যাত্রার নাম। সমস্ত জীবন জোড়া এই যাত্রা। জীবনের আগে জীবনের পরেও সেই অন্তহীন যাত্রা। কেবলই এগিয়ে চলা। কেবলই এগিয়ে চলা। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা বারে বারে পথ, পথিক, পান্থ প্রভৃতি শব্দগুলি ঘুরে ঘুরে আসতে দেখি।

পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে
অন্য একটি গানে আমরা পাই
সে যে বাহির হল আমি জানি
বক্ষে আমার বাজে তাহার পরশ খানি
সেযে বাহির হল আমি জানি

এখানেও সেই ঈশ্বরকে এক অনন্ত পথিক বলে চিহ্নিত করা। তিনি যাত্রী। কিসের সন্ধানে তিনি অনন্তকাল ধরে কেবলই চলে আসছেন-

সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছো তুমি পার
পরান সখা বন্ধু হে আমার
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পুরাণ সখা বন্ধু হে আমার

আসলে জীবন এমনি ঝঞ্ঝায় পরিপূর্ণ। এমনি কাঁটায় রক্তাক্ত সেই চলার পথ। এই জীবনকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করলেন তার গানের ব্রত হিসেবে। নিজেকে বললেন সুদূরের পিয়াসী।

আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরু মর্মরে ছায়ার খেলায়
কি মূর তি তব নীল আকাশে
নয়নে উঠে গো আভাসি
আমি সুদূরের পিয়াসী

রবীন্দ্রনাথের গানে ঈশ্বর কখনো অপেক্ষমান, কখনো স্বয়ং অভিসারিকা যাঁর জন্য কষ্ট স্বীকার করলে জীবন সহ্য করার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার কখনো রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং অভিসারিকা রাধা; ঈশ্বরের জন্য তাঁর অনন্ত পথপরিক্রমণ। অনন্ত পথচলা ।এইভাবে বারবার নিজের অবস্থানকে সরিয়ে তিনি অভিসারের তাৎপর্যকে পৌঁছে দিয়ে যান এক অনন্ত উচ্চতায় সেখান থেকে দেখলে জীবন আর তখন জীবন মাত্র থাকে না, জীবন তখন হয়ে পড়ে অনন্ত যাত্রার অপর নাম, যার অন্য নাম অভিসার।।

গ্রন্থঋণ:

১. চট্টোপাধ্যায় হীরেন, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
৩.রায় নীহার রঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিকেশন,কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৪.সেনগুপ্ত নন্দগোপাল, রবীন্দ্র- সংস্কৃতি, রুশো মিত্র, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮।